



বোরখা সংক্রান্ত কিছু বেয়াড়া প্রশ্ন

সামির আহমেদ আনন্দ

এ যাবত বোরখা বা পর্দা প্রথাকে নিয়ে বিশেষ যত বিতর্ক-সমালোচনার জন্য হয়েছে তার সবখানেই বোরখা-হিজাব-পর্দা বিষয়টি শুধুমাত্র সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। জেলখানার কয়েদীদের মতো নারীদের পর্যাপ্ত আলো-বাতাস থেকে বঞ্চিত করে শারীরিক নিপীড়ন চালানোর ফলে তাদের দেহে যে সকল গুরুতর সমস্যার জন্ম হয় তা বেশিরভাগ মানুষের কাছে আজও উপেক্ষিত ও অজানা। তাই আমি পুরো লেখাটিতে সামাজিক জীবনে পর্দাপ্রথার অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণের সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বোরখার ক্ষতিকর দিকগুলো সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। প্রাসঙ্গিক কারণে কখনো কোন অশ্লীল বিষয় চলে আসলে তা যৌক্তিক বিচারে গ্রহণ করার জন্য সকলের নিকট অনুরোধ রইল।

১. বোরখা ও ভিটামিন “ডি”

“পুরুষদের তুলনায় নারীদের শরীরে ভিটামিন ডি-এর চাহিদা অনেক কম। বোরখা ব্যবহারের ফলে নারীরা সূর্যের আলো থেকে রক্ষা পায় যা কিনা তাদের শরীরে অতিরিক্ত ভিটামিন ডি এর উৎপাদন রোধ করে, যে অতিরিক্ত ভিটামিন ডি নারীদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।”

পর্দা প্রথার সপক্ষে মুসলমানদের এমন বৈজ্ঞানিক দাবির কথা কয়েক মাস আগে মুক্তমনারই কোন এক সদস্যের কাছ থেকে জানতে পারি। বোরখা সংক্রান্ত এই লেখাটি তৈরি করার সময় মুসলমানদের এই দাবিটির গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে হাতে এমন সব তথ্য এসে পড়ল তা দেখে সত্যিই মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম। “লাগাতার প্রচারের ফলে মিথ্যাও গণ-মানুষের কাছে সত্য হয়ে ওঠে”- প্রতিক্রিয়াশীল ইসলামিস্টরা মনে হয় তাদের হাজার বছরের পুরণো অমানবিক সব রীতি-নীতিকে আধুনিক সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে আজকাল বোমা-বারুদের সাথে সাথে এই নীতি মেনে মাঠে নেমেছে। আসুন এবার আমরা প্রকৃত সত্যের দিকে একটু বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করি।

পুরুষদের তুলনায় নারীদের শরীরে কম ভিটামিন ডি প্রয়োজন-এটি একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ইসলামি প্রোপাগান্ডা। প্রকৃত সত্যটা ঠিক এর উল্টো। মেয়েদের গর্ভকালীন বিশেষ করে শিশুর হাড় তৈরি হওয়ার কালে নারীদের পুরুষদের থেকে অনেক বেশি পরিমাণ ভিটামিন ডি এর দরকার হয়। আর মাত্রারিক্ত যেকোন উপাদানই প্রাণিদেহের জন্য ক্ষতিকর, তবে শুধুমাত্র সূর্যের আলো থেকে শরীরে মাত্রাধিক ভিটামিন ডি এর উৎপত্তি কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়।

সুস্থ শরীরের জন্য প্রতিটি মানুষের, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সূর্যালোক প্রতিদিন প্রয়োজন। স্বাভাবিক আবহাওয়ায় সূর্যের আলো আমাদের চামড়ার মধ্যে বিদ্যমান তৈল-এ ভিটামিন ডি তৈরি করে থাকে, যেটা পরবর্তী সময়ে হাড়ের গঠনের জন্য ক্যালসিয়ামকে বৃহৎ আকারে সাহায্য করে।

বোরখা এবং বেশিরভাগ সময় ঘরে থাকার কারণে অধিকাংশ পর্দানশিন নারীদের শরীরে osteomalacia বা “bad bones” নামক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও ভিটামিন ডি এর অভাবে শরীরে osteoporosis (হাড়ে ছেদ), অবসাদ, হৃদরোগ, strode, cancer, diabetes, parathyroid problems, immune function, ওজন হ্রাস এর মতো মারাত্মক সব রোগের জন্ম হয়। নিয়মিত বোরখা পরিহিত নারীরা ভিটামিন ডি ও মেলাটোনিন (melatonin) এর অভাবে হাড় ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যার সাথে সাথে নিজেদের ত্বকে বিশুদ্ধ বাতাসের প্রবেশ থেকেও বঞ্চিত হয়। যার ফলে ত্বক তার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর সুযোগ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, যেটা কিনা মানব শরীরের সব থেকে বড় ইন্দ্রিয়।

প্রায় এক যুগ আগে বিখ্যাত nutritionist, Adele Davis লিখেছিলেন:

Osteomalacia: its name literally means bad bones... results primarily from a severe

vitamin-D deficiency. Arabian and Indian women who keep themselves heavily veiled frequently develop such painful backs that they can scarcely rise, and they suffer multiple spontaneous fractures and have extremely rarefied bone, all of which clear up dramatically when vitamin D is given them. (Davis, Let's Get Well, p.256.)

একই বিবেচনা থেকে In deficient sunlight in the aetiology of oseromalacia in Muslim women, Dr. OP Kapoor বলেন:

“...In most of the Sunni Muslim women (who form majority of the Muslims), in spite of high intake of calcium, osteomalacia is often seen. There are two reasons for this:

1. Use of burkha which prevents sunlight reaching the skin.

2. Living indoors- most of the Muslim women specially those staying in the Muslim localities, do not move out of the house and thus are not exposed to the sun and often develop osteomalacia.”

ভিটামিন ডি উৎপাদনের পাশাপাশি সূর্যের আলো মানব দেহের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্য সাধন করে থাকে। যেমন এটা চোখের মধ্য দিয়ে আমাদের শরীরে পৌছে সেখানে হরমোন মেলাটোনিন তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে সমস্ত নারীরা সম্পূর্ণ বোরখা (চোখের ওপর পাতলা কাপড়) পরিধান করে থাকে তারা শরীরকে এই প্রয়োজনীয় দ্রব্য পেতে অনেকটা বাধ্যতা করে, যেটা কিনা মানুষের স্বাভাবিক শূম ও মানসিক প্রশান্তির জন্য খুবই দরকারী। শুধুমাত্র ভিটামিন ডি এবং মেলাটোনিন সাপ্লাইমেন্ট ব্যবহার করে কখনোই সূর্যের আলোর মতো শরীরের জন্য অন্যান্য কার্যকর সুবিধাগুলো পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব না, যে-কারণে সাপ্লাইমেন্ট কখনোই আমাদের শরীরের জন্য পুরোপুরি সঠিক সমাধান নয়।

প্রথমদিকে বাজারে যে সমস্ত সানক্ষিন লোশন পাওয়া যেত সেগুলোও একইভাবে শরীরে ভিটামিন ডি তৈরির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু এখন ওগুলোকে এমন বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় যে তা তৃকে লাগানোর পরও সূর্যের প্রয়োজনীয় আলো সহজেই আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তবে সব থেকে দুশ্চিন্তার বিষয় হল শরীরে একই পরিমাণ ভিটামিন ডি তৈরি করার জন্য সাদা চামড়ার মানুষদের চেয়ে কালো বা শ্যাম বর্ণের মানুষদের অধিক সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেখানে অধিকাংশ শ্যাম বা কালো

তবে সব থেকে দুশ্চিন্তার বিষয় হল
শরীরে একই পরিমাণ ভিটামিন ডি তৈরি
করার জন্য সাদা চামড়ার মানুষদের চেয়ে
কালো বা শ্যাম বর্ণের মানুষদের অধিক
সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেখানে

অধিকাংশ শ্যাম বা কালো
বর্ণের নরনারীই হল এশিয়া ও আফ্রিকায়
বসবাসরত মুসলিমগোষ্ঠীর, যারা কিনা
দিনের বেশিরভাগ সময়ই ঘরের মধ্যে
কাটাতে পছন্দ করে, আর বেরোলেও
বেরোয় বোরখায় আবৃত হয়ে।

বর্ণের নরনারীই হল এশিয়া ও আফ্রিকায় বসবাসরত মুসলিমগোষ্ঠীর, যারা কিনা দিনের বেশিরভাগ সময়ই ঘরের মধ্যে কাটাতে পছন্দ করে, আর বেরোলেও বেরোয় বোরখায় আবৃত হয়ে। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার মতো অতি উষ্ণ আবহওয়ার দেশগুলোতে নীল ও কালো রঙের মতো অধিক ব্যবহৃত বোরখাগুলো সন্দেহহীনভাবে সেখানকার নারীদের হিট স্ট্রাকের প্রধান কারণ হিসাবে কাজ করে থাকে।

নরওয়েতে সূর্যের আলোর অভাবে ওখানকার বেশিরভাগ মানুষের শরীরেই ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি রয়েছে, যে-ঘাটতি খাদ্যে ভিটামিন ডি এর সাপ্লাইমেন্ট দিয়েও পুরোতে হিমশিম থেকে হচ্ছে। আর এই ঘাটতির পরিমাণও আবার অন্য নরওয়েজেয়ানদের চেয়ে ওখানে অবস্থানকারী পর্দানশিন মুসলিম নারীদের শরীরে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। তাই ওখানকার ডাক্তারেরা বাধ্য হয়ে একেপ রোগীদের উদ্দেশে প্রায়ই বলে থাকেন “বাঁচতে চাইলে এখনি বোরখা খুলুন!”

২. পর্দা নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ও নারীকে পুরুষের কুদুষ্টি থেকে রক্ষা করে

ক) পর্দা গ্রহণ নারীদের জন্য যতটা অবমাননাজনক, পুরুষদের জন্য ততটাই অপমানকর। নারী দেখলেই পুরুষ কামাসত্ত হয়ে পড়ে কিংবা তার কুদুষ্টি দিয়ে সামনে থাকা নারীকে মানসিকভাবে ভোগ করতে থাকে, ইসলামের এমন দাবি সত্যিই অসুস্থ। কারো সৌন্দর্যে মুক্ত হওয়া আর যৌন উত্তেজনা অনুভব করা কখনোই এক কথা নয়, যা কিনা নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে।

২) নারীকে কোন পোষাকে দেখলে পুরুষ উত্তেজনা বোধ করবে তা একান্তই নির্ভর করে সে ব্যক্তিটির সামাজিক পরিমণ্ডলের ওপর। যে-কারণে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছেলেরা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেয়েদের সাথে ওঠা-বসা করতে পারে, যেটা আমাদের সমাজের অনেকের কাছেই হয়তো দুরুহ ব্যাপার। আর যদি এই একই তুলনাটা করা হয় কোন গ্রাম বা মফস্বলের মদ্দাসা আর রাজধানীর কোন নামধারী ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রদের মধ্যে সেক্ষেত্রে বৈষম্যটা আরো প্রকট ও দৃশ্যমান হবে। ছোটবেলা থেকে এক সাথে পড়াশুনা, খেলাখুলা, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপচারিতা করতে করতে বেড়ে ওঠার কারণে সেখানকার ছেলেদের নারী বিষয়টির প্রতি তেমন কোন বিশেষ বৈতুহল থাকে না, যেটা অন্য অনেকের মধ্যে দেখা যায়। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আর সহযোগিতা-সহমর্মিতা সমাজের আর বাকি দশটা সম্পর্কের মতোই নারী-পুরুষের সম্পর্ককেও সুস্থ-স্বাভাবিক রূপ দেয়।

আবার সামাজিক মূল্যবোধ পাল্টাবের সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গও পরিবর্তন হয়। তাইতো দেশে থাকলে সাধারণ জিস টি-শার্টে কোন মেয়েকে দেখলেই চোখে লাগতো, বিদেশের মাটিতে অতি ছেট কাপড়ের কেউ গা ঘেঁষে হেটে গেলেও সেটা কেউ লক্ষ্য করে না। কারণ এখানকার পরিবেশে এটাই মেয়েদের স্বাভাবিক পোষাক, যেমনটা আমাদের দেশে ছি-পিস। একইভাবে মেয়েদের মোটর বাইকের পেছনে এক পাশে দু'পা একত্র করে বসাকে আমরা শালীনতা মনে করলেও এখানকার মানুষজন এটাকে সার্কাসের উৎপাট কসরত ছাড়া আর কিছুই ভাবে না।

শালীনতা বলতে হয়তো ইসলামে ভিন্ন কিছু বুবায়। ইসলামের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয় এটি নাকি প্রথিবীর সব থেকে শালীন ধর্ম, এর জীবন-বিধান প্রথিবীর সবচেয়ে শালীন জীবন-বিধান! কেন ছেলে-মেয়েকে এক সাথে দেখলেই মোল্লারা গেল গেল বলে চিঢ়কার জুড়ে দেয়, অথচ ইসলামি বিবাহপ্রথা অনুযায়ী বন্ধুত্বাদী ভালবাসাইন পরিচয়ইন নারী শরীরের ওপর (পুরুষের) প্রথম অঙ্ককারে বাঁপিয়ে পড়াটা তাদের চেথে বন্য অশালীন বলে ধরা পড়ে না।

এ বিষয়গুলো আরো ভালভাবে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের বাঙালি সমাজের সাদামাটা চেহারার যেকোন ছি-পিসধারী মেয়েকে উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। ঢাকা শহরে রোজকার চলার ভিত্তে ফার স্তন পিঠ ঘেঁষে চলে গেলেও শরীর বিদ্যুমাত্র শিহরণ বোধ করে না। অথচ এই মেয়েটিকেই তার রোজকার স্বাভাবিক পোষাকে বোরখা-হিজাবী কোন কঠোর পর্দাশীল ইসলামি সমাজে ছেড়ে দেওয়া হলে বোরখা-হিজাবের ভিত্তে মুহূর্তেই সেখানকার পুরুষদের কাছে সে-ই সব থেকে উত্তেজক নারীতে পরিণত হবে। তদ্বপ্ত, খোলা চেহারার কোন সাধারণ হিজাব পরিহিত নারীকে একদল হাত-মোজা, পা-মোজা আর বোরখা নির্বিষ্ট নারীদের মাঝে দাঁড় করিয়ে দিলে

তুলনামূলক পোষাকি বৈষম্যের কারণে সেখানে অবস্থানকারী বিপরীত লিঙ্গের কাছে এই সময়ের জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে, যা কিনা পশ্চিমা কিংবা আমাদের স্বাধারণ সাধারণ বাঙালি সমাজে কখনো চিন্তাও করা যায় না।

এবার আসুন আমরা এমন একটি কাল্পনিক সমাজের কথা চিন্তা করি যেখানে কোন এক বিশেষ কারণে এক যুগের চেয়েও দীর্ঘ সময় ধরে নারীদের উপস্থিতি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পানিহান শুধু মরণভূমির মতো, নারীহান সেই সমাজ। তার যে প্রান্তেই ছেটা হোক না কেন শুধু পুরুষের অস্তিত্বই নজরে পড়বে। নারী যেন সেখানে পুরোপুরি বিলুপ্ত কোন প্রাণী। এমন স্থানে যদি কোন সন্ধায় হঠাত করে বোরখা পরিহিত কোন কঠোর পর্দানশিন নারীর আবির্ভাব ঘটে তবে তাকে ঘিরে পুরুষদের মধ্যে কেমন উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে একবার চিন্তা করে দেখুন। পুরুষদের কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করার বদলে এই বোরখাই হবে পুরুষদের যত উত্তেজনার কারণ, যা কিনা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে চলছে পর্দার আড়ালের মানুষটি একটি নারী, তোমাদের দ্বিতীয় লিঙ্গ। বোরখার বদলে বব চুল আর জিস-শার্ট থাকলে মেয়েটি হয়ত পুরুষের বেশে সকলকে ধোকা দিয়ে সেবারের যাত্রায় সহজেই রক্ষা পেত কিন্তু তা না হওয়ায় যুগ-যুগ ধরে চাপা থাকা কামনার স্নাতে তার কি পরিণতি ঘটবে তা হয়তো স্থিকর্তা আল্লাহই ভাল বলতে পারবেন।

গ) “পর্দা নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে” -পর্দা প্রথার সমক্ষে মুসলমানদের সব থেকে উচ্চারিত এই অন্তর্ভুক্ত ধ্বনিটি বেশি শুনতে পাওয়া যায়। বোরখাকে নারী দাসত্বের প্রতীক উল্লেখ করে ফরাসি সরকার সম্প্রতি সেখানে বোরখার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, আইন অমান্য করলে আছে মোটা অঙ্কের জরিমানা। এখন এটাকে যদি কোন মুসলমান ফরাসি সরকারের মর্যাদা প্রদর্শনের নিজস্ব কায়দা মনে করেন সেক্ষেত্রে আমার সত্যি তাকে বোরখানোর কিছু নেই। মানুষের মেধা, কার্যকলাপ, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির বদলে শুধুমাত্র পোষাকি বিচারে কারো মর্যাদা নির্ধারণ করা চরম মূর্খান্মি ছাড়া কিছু নয়, সেখানে পরাধীনতার চিহ্ন বহনকারী এমন একটি বিশেষ পোষাক কিভাবে মর্যাদার স্মারক হতে পারে তা বুবে ওঠা দায়। সম্মান দেওয়া তে দূর স্থান, বোরখা পরিহিত কোন নারীর কাছাকাছি বেশিক্ষণ দাঁড়াতে আমার খুবই অস্বীকৃত বোধ হয়, বিশেষ করে বোরখাওয়ালি নিকটাত্ত্বায়া কেউ হলে। মনে হয়, প্রকাশ না করলেও সামনে থাকা নারীটি ভেতরে ভেতরে আমার সম্পর্কে একটি নিচু ধারণা পোষণ করে আছে, তাইতো আমার কাছ থেকে নিজেকে বাঁচাতে তার বোরখার মতো এমন কুৎসিত একটি আয়োজন। পুরুষজাতি সম্পর্কে তাদের গড়পড়তা নোংরা দৃষ্টিভঙ্গী রাখার প্রত্যুত্তরে কোন বোরখাওয়ালি দেখলে অন্তরে ঘৃণার জন্য রোধ করতে পারি না, ভেতর থেকে বমি উগড়ে ওঠে। যদি প্রশং রাখা হয় স্বয়ং

নবীপত্নীদের মধ্যে সব থেকে মর্যাদাশীল নারী কে ছিলেন, তবে সবার আগে কোন বিশেষ নামটি উচ্চারণ করা উচিত হবে বলে মনে করেন? খাদিজা নামক সেই মহীয়সী নারীর যে আত্মনির্ভরশীল চরিত্র কিনা আজকের মতো আধুনিক সমাজেও বিরল, দাসী দূরে থাকে যাকে অন্য নবী-পত্নীদের মতো কখনো সতীনদের সাথে বিছানা ভাগাভাগি করতে হয়নি, ঘরের স্থানজী বনে অঙ্ককার কোণে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে পড়ে থাকতে হয়নি, বিশ্ব জননীর যন্ত্রণা নিয়ে একাকী স্বামীহারা জীবন কাটাতে হয় নি, নিজের ভাত-কাপড়ের জন্য কখনো স্বামীর মুখ চেয়ে থাকতে হয় নি, সর্বোপরি নারী অবদমনের ইসলামি চক্রান্তকে জীবনে একটি বারের জন্যও গাঢ়কর্তে হয়নি! নাকি শুধুমাত্র গায়ে বোরখা জড়ানোর দরুন আয়েশা, হাফসা, সফিয়ার মতো জড়বৎ নারীদের অধিক মর্যাদাশীল মনে করবেন, যদের কাছে বিবি খাদিজার মতো জীবন যাপন স্পন্দেও অধরা ছিল। তাই কোন নারী জোরুরো না বিকিনি পড়ে আছে সে দিকে নজর না দিয়ে সমাজ-সভাতা সম্পর্কে তার অবদানটুকু বিচার করে বিনা লৈঙ্গিক বিভাজনে প্রাপ্ত মর্যাদাটুকু প্রদান করাই হবে বিচক্ষণতা আর সুবিবেচনার লক্ষণ। তবেই কিনা নারী প্রকৃত মানুষের মর্যাদায় অলংকৃত হবে।

ঘন্টা
যদি প্রশ্ন রাখা হয় স্বয়ং নবীপত্নীদের মধ্যে
সব থেকে মর্যাদাশীল নারী কে ছিলেন,
তবে সবার আগে কোন বিশেষ নামটি
উচ্চারণ করা উচিত হবে বলে মনে
করেন? খাদিজা নামক সেই মহীয়সী
নারীর যে আত্মনির্ভরশীল চরিত্র কিনা,
আজকের মতো আধুনিক সমাজেও বিরল,
দাসী দূরে থাকে যাকে অন্য নবী-পত্নীদের
মতো কখনো সতীনদের সাথে বিছানা
ভাগাভাগি করতে হয়নি, ঘরের স্থানজী
বনে অঙ্ককার কোণে সন্তান উৎপাদনের
যন্ত্র হিসাবে পড়ে থাকতে হয়নি, বিশ্ব
জননীর যন্ত্রণা নিয়ে একাকী স্বামীহারা
জীবন কাটাতে হয় নি, নিজের ভাত-
কাপড়ের জন্য কখনো স্বামীর মুখ চেয়ে
থাকতে হয় নি, সর্বোপরি নারী অবদমনের
ইসলামি চক্রান্তকে জীবনে একটি বারের
জন্যও গায়ে মুড়তে হয়নি!

ঘ) বোরখা মতো কোন বিশেষ পোষাক কি নারীর নিরাপত্তা প্রদান করতে আসলেই সক্ষম? পৃথিবীর ইতিহাসে কি বোরখা-হিজাবে মোড়া কোন নারী কখনো ধর্ষিত হয়নি? হয়ে থাকলে ধর্ষণকারী পুরুষেরা তাদের কি দেখে উত্তেজিত হয়েছিল? কেন তখন সেই বিশেষ ইসলামি পোষাক নিরাপত্তা প্রাচীর হয়ে হিজাবধারী নারীদের সম্মান রক্ষা করতে পারল না? পৃথিবীর সব থেকে বোরখা আক্রান্ত মুসলিম রাষ্ট্রিতে যদি সরকারের পক্ষ থেকে ধর্ষণের জন্য সব রকম শাস্তির ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয় তবে কালো, হলুদ, সবুজ, নীল কোন জিরিঙা রঙের বস্তার কি সাধ্য থাকবে নারীকে ধর্ষিত হওয়া থেকে রক্ষা করার, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার?

ঙ) আল্লাহর বিচারে নারীকে তার নিজের ভাই-বোনের ছেলেদের সামনে পর্দা করার কোন প্রয়োজন না থাকলেও স্বামীর ভাই-বোনের ছেলেদের সামনে পর্দা করার বিধান রয়েছে। তবে কি মুসলমানরা তাদের ফুফু খালাকে দেখে মায়ের দৃষ্টিতে আর চাচী মামীকে বটেয়ের দৃষ্টিতে? আর মামা-চাচা? শুধুমাত্র কোন পুরোপুরি বিকারহাস্ত সংস্কৃতির মানুষদের পক্ষেই নিজের পরিবার সম্পর্কে এমন অসুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করা সম্ভব।

চ) ইসলামে যেখানে আপন মামা-চাচার মতো অতি ঘনিষ্ঠ রক্তের সামনে পর্দা রক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সেখানে কেন দাসদের সামনে নারীর পর্দা রক্ষার কথা বলা হল না, সে দাস পুরুষ হলেও? ইসলামের বিচারে দাসেরা কি অঙ্ক, নপুংসক না যৌন অনুভূতিহীন?

ছ) ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানুষের মানসিক ও শারিক বিকাশ ভিন্নভাবে হয়। সেক্ষেত্রে বাচ্চা ছেলে বলতে কোন বয়স বোঝানো হবে?

জ) যত গুণী তত মতের মতো বোরখা বা হিজাবের বাহ্যিক গঠন নিয়েও মোল্লা মহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কারো মতে নারীদের পুরো বস্তায় পুরা উচিত, কেউ আবার বলে গোটা মালটাকে বস্তায় পোড়ার প্রয়োজন নেই। শুধু হাত-মুখ-চোখ খোলা রেখে আগা পাছা তলা ছালা দিয়ে মুড়ে দিলেই চলবে!

তাইতো জাকির মোল্লার লেকচারে এমন হিজাবি মহিলাদেরই বেশি দেখা যায়। সেক্ষেত্রে বোরখাৰ প্রকৃত রূপ কেমন হওয়া উচিত? আবার এসব হাত-মুখ-চোখ খোলা বোরখাগুলো কুরানের হিজাবি আয়াতের সাথে কতটা সামাজিক্যপূর্ণ সেখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়।

ঝ) কৃদৃষ্টিতে তাকানো তো দূরের কথা, সমকামীদের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তা সে যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন তাহলে এদের সামনে নারীর পর্দা রক্ষার

প্রয়োজন কী? আর মুষ্টিমেয় কিছু পুরুষ সমকামীদের কৃষ্টি থেকে বাঁচতে আমাদের পুরুষদেরও কি বোরখা মুড়া দিয়ে থাকতে হবে আর নারী সমকামীদের সামনে নারীদের?

এও) নারীরা কি সালমান, টমক্রুসের মতো সুদর্শন ছেলেদের দেখে কথনোই বিদ্যুমাত্র আকর্ষণ বোধ করে না? নাকি এই স্বাভাবিক অনুভূতিটুকুও পুরুষতাত্ত্বিক আল্লাহপাক শুধুমাত্র তার সমলিঙ্গের পুরুষদের জন্য বরাদ্দ করেছেন? যদি তাই হয়ে থাকে তবে, লজ্জার বিষয় হলো, মহান আল্লাহ পাকের সেই পরিত্র আইন ভেঙ্গে, নারীদের হাতে পুরুষের ধর্ষণ হওয়ার ঘটনা প্রথিবীতে বিরল হলেও একেবারে অস্তিত্বাত্মক নয়। “female sex offender” ওয়ার্ডটি দিয়ে গুলি এ সার্ট দিলেই এর একটা লম্বা লিস্ট পাওয়া যাবে, যার বেশিরভাগ শিকার টিন এজ কিশোরেরা। শুধু তাই নয়, খোদ পাকিস্তানের মতো রক্ষণশীল ইসলামিক রাষ্ট্রে এমন female sex offence এর উদাহরণ রয়েছে।

তাই সব দোষ পশ্চিমের বেলাল্লা নারীদের ওপর চাপানোরও কিছু নেই। এত কিছুর পরে একটা প্রশ্ন কিন্ত থেকেই যাচ্ছে, নারীদের কৃষ্টি থেকে বাঁচতে পুরুষদের ওপর বোরখার বিধান রেখে সমপত্তি অবলম্বনের বদলে কুরানে তাদেরকে (পুরুষ) আধা-নামা (ইসলামে পুরুষদের শালিন পোশাক হিসাবে শুধু নাভি থেকে পায়ের গোড়ালির ওপর পর্যন্ত ঢাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে) অবস্থায় প্রথিবীতে ঘুরপাক খেতে বলা হলো কেন?

ট) যে আল্লাহ নগ্নভাবে প্রথিবীতে মানুষ প্রেরণ করেছিল, তার হঠাতে করে নারীর নগ্ন উরু দেখে বিচলিত হওয়ার কারণ কি? মুহাম্মদের পুরুক্ষার নারীদের কি বেপর্দা থাকার জন্য শাস্তি পেতে হবে?

ঠ) একটি সামান্য ছুতা দিয়ে দুনিয়ার অর্ধেক মানুষকে বস্তাবন্দি না করে আল্লাহ তো চাইলেই বিপরীত লিঙ্গের কারো দিকে কৃষ্টিতে না তাকানোর নির্দেশ আর কঠোর শাস্তির বিধান রেখে এর একটি সহজ ফয়সালা করতে পারতেন। মুহাম্মদও এর জন্য তার আনন্দসারীদের নিকট আহবান রাখতে পারতেন, বিদ্যায় হজে যেমনটা রেখেছিলেন দাসদের প্রতি সদব্যবহার করার জন্য। তা না করে মশা মারতে কামান দাগানো হল কেন? আর খোলামেলা নারী অপকর্ম ঘটানোর জন্য পুরুষের মনে ইন্দ্রন যোগাতে পারে, এই হাস্যকর যুক্তিটি মেনে নিলে তো খাবার-দাবার, জামা-কাপড়, স্বর্ণলক্ষণ, বাড়ি-ঘর, উড়োজাহাজসহ প্রথিবীর তামাম জিনিসই কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখা উচিত যাতে দেখার পর মানুষের মনে ওসবের জন্য অভাববোধ না জন্মে, কেননা পরে তা মেটানোর জন্য অনেকেই অনেক রকম অসৎ পত্তা অবলম্বন করে থাকে। বিশেষ করে আমাদের মতো যে সব দেশে ক্ষুধার্ত আর বস্ত্রাত্মক

মানুষের ছড়াছড়ি সেখানে তো খাদ্য-বস্ত্রের ওপর পর্দা ব্যবস্থা নারীদের থেকেও বাধ্যতামূলক করা উচিত!

ড) পর্দা-ভাঙার অপরাধের জন্য নবীপত্নীদের ওপর দ্বিগুণ শাস্তির বিধান রাখা হল কেন? তারা কি দিন-দুনিয়ার সকল নারীর চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দরী না দুশ্চরিতা ছিলেন?

ঢ) সুন্দরী বোরাকের পিঠে চড়ে অক্সিজেন বিহীন বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে আর বায়ুহীন আকাশে প্রশস্ত দু'ডানা বজ শক্তিতে বাপটাতে বাপটাতে আলোর থেকেও দ্রুত গতিতে মুহাম্মদ যখন দোয়াখের দ্বার প্রাপ্তে পৌছলেন নরকের ক্ষুধার্ত শয়তান তখন তিনারের জন্য কয়েকজন অপরেয়গার নারীকে আগুনে ছেকে সিক কাবাব বানাতে ব্যস্ত। এসব নারীর অপরাধ কি জানতে চাইলে উভর আসে এরা বেপর্দা ছিল।

আজকের দিগবিজয়ী আধুনিক নারীরা, নারী-দাসত্বের সবচেয়ে বড় প্রতীকটিকে গায়ে জড়ানোর আগে একবার কি ভেবে দেখবেন দোয়াখে যে-নারীদের দেখে বোরখা প্রথা চালু করা হল রোজ হাসেরের আগে তারা দোজখে আসল কীভাবে? তাহলে কি আল্লাহ বসে বসে বিরক্ত হয়ে কিয়ামতের আগেই মানুষকে শাস্তি দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন? যদি তা না হয় তবে কি এরা ভিন্ন গ্রহের অন্য মানুষ? তার মানে আমরাই প্রথম মানুষ নই আল্লাহ এর আগেও এক বা একাধিক দফা মানুষ সৃষ্টি করেছেন? তবে আবার নতুন করে আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির কামনা জাগলো কেন? এসব গোলমেলে কথা আর এক আয়াতের একাধিক পুনরাবৃত্তি দিয়ে কুরানের পাতা ভরা হলেও এমন শুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো জানাতে আল্লাহ ভুল করলেন কীভাবে? আর আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই এতটা অবিবেচক হবেন না যে আগে থেকে বোরখা পড়ার জন্য নির্দেশনা না দিয়ে হঠাতে করে একদিন তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন? তবে সে নির্দেশনা তাদের কীভাবে দেওয়া হয়েছিল কুরানের মতো কোন মহান্ত পাঠ্যযোগ? তেমনটা হলে সে আসমানি কিতাবের নাম কী, আর কার ওপরই বা তা নাজিল হয়েছিল? সব মানুষের জন্যই আল্লাহর জীবন বিধান এক হওয়া উচিত, তবে কি সেখানেও কুরান পাঠ্যনো হয়েছিল? যদি তাই হয় তবে কুরানের মুহাম্মদ সংক্রান্ত অজ্ঞ আয়াতগুলো সেখানে কী কাজে আসবে?

সামির আহমেদ আনন্দ হিলেন একজন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখক, যিনি মুক্তমান্য ‘স্টশ্রুইন’ নামে খুব লিখতেন। তিনি চমৎকার একজন আলোকচিত্র শিল্পীও ছিলেন। ২৩ শে এপ্রিল ২০১১ তারিখে মাত্র ২৫ বছর বয়সে সামিরের অকাল প্রায়াণ ঘটে।